Improtant Issue : Rights of the girl child section

Prof. Biswanath Nag
Dept. of Political Science
Semester -II, CC-3

কন্যা সন্তানদের মন্দা অবস্থার জন্য কী কী কারণ দ্বায়ী এবং কন্যা সন্তানের বন্ধন মোচনের জন্য তুমি কী কী উপায় বা ব্যবস্থা সুপারিশ কর ?

অথবা

(What are the conditions responsible for the plight of the girl child ? What measures do you suggest for her emancipation ?)

সকল মানুষ জন্মগতভাবে যেহেতু স্বাধীন ও সমান মর্যাদার অধিকারী, তাই স্বাভাবিকভাবে সকল মানুষের সমান অধিকার থাকা উচিত । কিন্তু বাস্তবে তা হয় না, বাস্তবে মহিলা, শিশু, দলিত, বয়স্ক প্রমুখরা ভীষণভাবে শোষিত, নিপীড়িত ও উপেক্ষিত হয় এবং তারা নানাভাবে বৈষম্যের শিকার । শিশু কন্যা বলে আমরা যদেরকে জানি তারা সমাজে দুদিক থেকে আক্রান্ত হয় - এক) শিশু হিসাবে এবং দুই) কন্যা হিসাবে । একদিকে শিশু হিসাবে তাদের শৈশব আক্রান্ত , অন্যদিকে কন্যা হিসাবে তারা লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার ।

প্রাচীন কাল থেকেই কোন জনপদ তেমন মাতৃতান্ত্রিক ছিল না । কিন্তু কোন সভ্যতাই শুধু পুরুষদের হাতে গড়ে উঠতে পারে না । নারীর অংশগ্রহণ থাকে কোন না কোনভাবে । প্রথম থেকেই কণ্যা সন্তান জন্মালে পরিবারের সবার মুখ দুর্ভাবনায় গম্ভীর হয়ে যেত । কণ্যা সন্তান ছিল পরিবারের অনাকাঙ্ক্ষিত বোঝার (burden) মত । আরবের মত এদেশেও কখনও কখনও কন্যা সন্তানকে পুড়িয়ে দেওয়া হত বা পুঁতে ফেলা হত । কারণ কন্যা সন্তান জন্মালেই বিয়ে দেবার সময় অনেক যৌতুক দিতে হবে । তাছাড়া সবর্ণে বিয়ে দেওয়া ছিল অসম্ভব চ্যালেঞ্জিং । সেইসাথে বিধবা হবার পর তাঁদের শ্বশুর বাড়িতে কোন জায়গা হত না । আর সতীদাহ হত আকছার । ফলে কন্যা সন্তান নিয়ে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো রীতিমতো থাকত আতঙ্কে । আর উচ্চ মধ্যবিত্ত বা উচ্চ বিত্ত পরিবারগুলো উদ্বেগ নিয়ে দিন কাটাতো ।

কন্যা সন্তান নিয়ে বৈষম্যের ধারার পেছনে মূল কারণ নিরাপত্তাহীনতা , ভয় এবং সম্পত্তির অধিকার না পাওয়া । নারীরা শৈশব থেকে বৃদ্ধ অবস্থা পর্যন্ত কম বেশি তারা পুরুষের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং সেকারণে তারা নানা নির্যাতনের শিকার হত । কৈশোর ও তারুণ্যে ইভটিজিং এর শিকার হয় । এরপর পরিবারে বা সমাজে নানা নির্যাতনের শিকার হতে থাকে । খুন , ধর্ষণ , নারী পাচার ইত্যাদি তো আছেই । নিরাপত্তার বিষয় থেকেই কন্যা শিশুর সব অবহেলা এবং নির্যাতনের শুরু । কন্যা শিশুকে শুরু থেকেই মেয়ে হিসাবে চিহ্নিত করা হয় । এই দৃষ্টিভঙ্গী এখনো তেমন পাল্টায়নি । ছেলে সন্তানকে সমাজে এমনভাবে মহিমান্বিত করা হয় যেন পুত্র সন্তান লাভ করা মানে মোক্ষ লাভ করা, সম্পদ লাভ করা । তাই ছেলে সন্তানের আশায় অনেকে এখনও অনেক কুসংস্কার পালন করে । তার বিপরীতে কন্যা সন্তান লাভ হলে অনেক নারীকেই মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের কবলে পড়তে হয় । দুঃখের বিষয় এখনও অনেক মেয়েরই বাল্য বয়সে (১৮ বছরের নীচে) বিয়ে হয়ে যায় । আবার মেয়েরা বাবার বাড়িতে যেমন ঠিকমতো খাবার পায় না, তেমনি অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ার কারণে তারা শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে নানা চাপে পড়ে, নানা রোগে আক্রান্ত হয় এবং তারা অপুষ্টি , শারীরিক ও মানসিক সমস্যায় ভোগে ।

আবার কণ্যা সন্তানের অধিকার হরণ করা হয় তার জন্ম হওয়ার অনেক আগে থেকেই কন্যা ভ্রুণ হত্যার মাধ্যমে । আবার শিক্ষা দানের ক্ষেত্রেও আমরা পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তানের মধ্যে তফাৎ লক্ষ্য করে থাকি । এখনও অনেকে কন্যা সন্তানের পেছনে শিক্ষা দান কে 'পরের গাছে জল ঢালার' মতো ভেবে থাকে । হাজার বছরের এ দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন হওয়া মুখের কথা নয় । তবু পরিবর্তন এসেছে, আসবেই । কেননা পৃথিবী থেমে থাকে না । জ্ঞান বিজ্ঞান সচেতনতার দরুণ পরিবর্তন আসতে বাধ্য । কিন্তু আমাদের সময় লাগছে । কেননা এখনও অনেকে জানে না , সচেতন নয় । ভারতে কন্যা সন্তানের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন কিছুটা হলেও এসেছে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে । এখন আইন অনুযায়ী আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করানোর পরে ডাক্তারদের ভ্রুণের লিঙ্গ প্রকাশ করা নিষেধ আছে । ভ্রুণের লিঙ্গ নির্ধারণ এখন আইনত অপরাধ । আইন অনুযায়ী জন্মের আগে শিশুর লিঙ্গ প্রকাশ করলে চিকিৎসকদের রেজিষ্ট্রেশান বাতিল হতে পারে । তাই কন্যা ভ্রুন হত্যা এখন অনেকটাই কমেছে । যদিও পরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব হয়নি ।

প্রতিকার :

যাইহোক কন্যা সন্তনদের এই অসহনীয় অবস্থা থেকে বন্ধন মুক্তির জন্য কতগুলি উদ্যোগ বা ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে । যেমন-

১) প্রথমত, সমাজে কন্যা সন্তানের প্রতি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা যে নিষ্ঠুর ও অন্যায় প্রথা, রীতিনীতি ও ঐতিহ্যগুলি রয়েছে সেগুলি যথা শীঘ্র বন্ধ করতে হবে ।

২) দ্বিতীয়ত, তার জন্য প্রয়োজনে কঠোর রাষ্ট্রীয় আইন ও আন্তর্জাতিক কনভেনশান সম্পাদন করতে হবে ।

৩) তৃতীয়ত, প্রয়োজনে যেসব পরিবারে কন্যা সন্তান রয়েছে সেইসব পরিবারগুলিকে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সরাসরি কিছু সুবিধা প্রদান করতে হবে ।

৪) চতুর্থত, কন্যা সন্তানদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে গুরুত্বের সাথে নজর দিতে হবে ।

৫) পঞ্চমত, কন্যা সন্তানদের প্রতি ঐক্যমত ও ন্যায়বিচার গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন গণমাধ্যম, বেসরকারী সংগঠন , আন্তর্জাতিক কনভেনশান ও মানবাধিকার সংগঠনগুলিকে আরো বেশী করে স্বক্রিয় হতে হবে ।

৬) ষষ্ঠত, কন্যা সন্তানরা যাতে প্রথম থেকেই স্বাবলম্বী বা স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে তার জন্য সবরকমের প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং তার জন্য তাদের যথপোযুক্ত শিক্ষা দান করতে হবে ।

সবশেষে, আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, যে সমাজে নারীদের যথাযথ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা হয় সেই সমাজ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করে । আর যারা নারীদের যোগ্য সম্মান করে না, তারা যতই মহৎ কর্ম করুক না কেন তার সবই নিস্ফল হয়ে যায় ।

Reference :-

1) O.P.Gauba , Politcal Ideas & Ideolgies